بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুমআ

এই জামা'তে যখন প্রবেশ করেছ, নেক বা পুণ্যবান ও মুত্তাকী হওয়ার চেষ্টা কর, সকল পাপ এড়িয়ে চল, দিবারাত্র অনুনয় বিনয়ে লেগে থাক, নম্রভাষী হও, এস্তেগফার করাকে নিজের প্রাত্যহিক অভ্যাসে পরিণত কর, নামাযে দোয়া কর।

ওয়াকফে জাদীদের ৬২ তম নববর্ষের সূচনার কল্যাণময় ঘোষণা, জামাতের আর্থিক কুরবানী প্রদানকারী সদস্যদের ঈমান উদ্দীপক ঘটনার বর্ণনা।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ হতে প্রদত্ত ৪ জানুয়ারী ২০১৯-এর খোতবা জুমা এর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আজকে ২০১৯ সনের প্রথম জুমুআ। এ প্রেক্ষাপটে আমি সারা বিশ্বের আহমদীদেরকে সর্বপ্রথম নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাতে চাই। আল্লাহ্ তা'লা এ বছরকে আমাদের জন্য কল্যাণময় করুন এবং সীমাহীন সাফল্য নিয়ে আসুন। কিন্তু আমাদের এটিও স্মরণ রাখা উচিত যে, কেবল প্রথাগত শুভেচ্ছা বিনিময়ের কোন লাভ নেই। আর প্রথাগত শুভেচ্ছা বিনিময় খোদার সন্তুষ্টিভাজনও করে না। নববর্ষের সত্যিকার মোবারকবাদ হলো আমাদের এই অঙ্গীকার করা যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে আরো একটি নববর্ষের সূর্য দেখিয়েছেন আর তাতে আমাদের প্রবিষ্ট করেছেন, এতে আমাদেরকে আমাদের অভ্যন্তরীন দুর্বলতা ও অমানিশাকে দূর করার চেষ্টা করতে হবে। বিগত বছর যে সমস্ত ভুলভ্রান্তি এবং ঘাটতি রয়ে গেছে, আমাদের এই অঙ্গীকার করা উচিত যে, আমরা তা দূরীভূত করব। নিজেদের জীবনে পূর্বের চেয়ে বেশি পবিত্র-পরিবর্তন আনয় নের চেষ্টা করব, যা অর্জনের জন্য আপনারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর হাতে বয়আত করেছেন। এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একজন আহমদীর কেমন হওয়া উচিত- তা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

মানুষের বয়আত করে কেবল এই বিশ্বাস পোষণ করলে চলবে না যে, এই জামা'ত সত্য, আর কেবল এতটুকু মানলেই সে সমূহ কল্যাণের ভাগী হবে। তিনি বলেন, এই জামা'তে যখন প্রবেশ করেছ, নেক বা পুণ্যবান ও মুত্তাকী হওয়ার চেষ্টা কর, সকল পাপ এড়িয়ে চল, দিবারাত্র অনুনয় বিনয়ে লেগে থাক, নম্রভাষী হও, এস্তেগফার করাকে নিজের প্রাত্যহিক অভ্যাসে পরিণত কর, নামাযে দোয়া কর, অর্থাৎ নামাযে দোয়া তখনই হবে যদি যথাযথভাবে নামায পড়া হয়, যদি সুন্দরভাবে একাগ্রতার সাথে নামায পড়া হয়। তিনি বলেন, নিছক ঈমান আনা মানুষের কাজে আসে না। আল্লাহ্ তা'লা শুধু কথায় সন্তুষ্ট হন না। কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা ঈমানের সাথে নেক কর্মকেও যুক্ত করেছেন। তিনি বলেন, আমলে সালেহ্ বা নেক কর্ম সেটি যাতে বিন্দুমাত্র ব্যাধি বা ত্রুটি বিচ্যুতি বা বিপত্তি থাকে না। অতএব এই হলো মান, এই হলো কর্মপন্থা, যা আমরা এ বছর যদি মেনে চলি, এসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিজেদের সমূহ শক্তি-সামর্থ্যকে যদি কাজে নিয়োজিত করি, তাহলে নিশ্চয় এ বছর আমাদের জন্য বরকতময় হবে আর অনেক কল্যাণ বয়ে আনবে। যদি এটি না হয় তাহলে আমি যেভাবে বলেছি, আমাদের নববর্ষের শুভেচ্ছা কেবল প্রথা সর্বস্ব হবে। নববর্ষের প্রথম রাতে তাহাজ্জুদ এবং বাজামাত নামায পড়া সারা বছরের পুণ্যের বিকল্প হতে পারে না। বরং যথাসাধ্য সারা বছর এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা প্রকৃত বা সত্যিকার পুণ্য। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর সামর্থ্য দান করুন, আর বাস্তবে এই বছরটি আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে অশেষ কল্যাণ বয়ে আনুক, আর আমরা যেন জামাতের উন্নতিও দেখতে পাই।

হুজুর (আই.) বলেন, এরপর আমি আজকের দ্বিতীয় বিষয়ের দিকে আসছি। যেমনটি কিনা আমরা জানি, যেমনটি কিনা আমরা জানি, জানুয়ারি থেকে ওয়াকফে জাদীদের নববর্ষের সূচনা হয় আর জানুয়ারির প্রথম বা দ্বিতীয় খুতবায় সচরাচর ওয়াকফে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা দেয়া হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌র কৃপায় আর্থিক কুরবানী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর জামা'তের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, আর কেনই বা হবে না, এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কুরআন করীম এবং হযরত রসূলে করীম (সা.) এর উক্তি ও নির্দেশাবলীর আলোকে এই আর্থিক কুরবানী সংক্রান্ত বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি আমাদেরকে দান করেছেন। কুরআনের অনেক জায়গায় আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পথে ব্যয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। কুরআনের অনেক জায়গায় আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পথে ব্যয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। এটি এজন্য নয় যে, আমাদের সম্পদের আল্লাহ্ তা'লার কোন প্রয়োজন আছে, বরং এই জন্য যে, এতে আমাদের কল্যাণ সাধন হয়। আর সামগ্রিকভাবে জামা'তের উন্নতি

আমরা লক্ষ্য করি এবং জামা'তের উন্নতি হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন,

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ (সূরা আত্ তাগাবুন: ১৭) অর্থাৎ অতএব তোমরা সাধ্য অনুসারে আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, আর শুন এবং আনুগত্য কর আর খরচ কর। এটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর যাদেরকে হৃদয়ের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হয়, এরাই সফলকাম হয়ে থাকে।

হুজুর (আই.) বলেন, অতএব যে আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে আল্লাহ্ তা'লা তাকে বর্ধিত করে ফেরত দেন। এই আর্থিক কুরবানীর ফলশ্রুতিতে ব্যক্তিগত লাভও হয় আর জামা'তেরও উন্নতি হয়, যা অবশেষে ব্যক্তিগত উন্নতিরও কারণ হয়। একইভাবে মহানবী (সা.) বলেছেন, কার্পণ্য পরিহার কর। কার্পণ্যই পূর্বের বিভিন্ন জাতিকে ধ্বংস করেছে। অনুরূপভাবে আরেকবার তিনি বলেছেন, অর্ধেক খেজুর দেয়ার সামর্থ্য থাকলে তা দিয়ে হলেও অগ্নি থেকে আত্মরক্ষা কর। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথে যৎসামান্য খরচ করা এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য দান করা আগুন থেকে রক্ষা করে। অতএব এসব আর্থিক কুরবানী আমাদের নিজেদেরই কল্যাণের জন্য। আর্থিক কুরবানীর গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

তোমাদের জন্য এটি সম্ভব নয় যে, যুগপৎ আল্লাহ্‌কেও ভালোবাসবে আর সম্পদকেও। শুধু একটিকে ভালোবাসতে পার। অতএব সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যে শুধু আল্লাহ্‌কে ভালোবাসে। তোমাদের কেউ যদি আল্লাহ্‌র ভালোবাসায় তাঁর পথে সম্পদ ব্যয় করে তাহলে আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, তার সম্পদে অন্যদের চেয়ে বেশি কল্যাণ দান করা হবে। কেননা সম্পদ নিজ থেকে আসে না বরং আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আসে। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য সম্পদের একটি অংশ ছেড়ে দেয় সে অবশ্যই তা ফিরে পাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি সম্পদকে ভালোবেসে খোদার পথে সেই খিদমত করে না যা করা উচিত, সে অবশ্যই সেই সম্পদ হারাবে। অর্থাৎ তা নষ্ট হবে বা ধ্বংস হবে। তিনি বলেন, এই কথা ভেবোনা যে, সম্পদ তোমাদের চেষ্টার ফসল, বরং তা খোদার পক্ষ থেকে আসে। আর এ কথা মনে করো না যে, তোমরা সম্পদের কোন অংশ দিয়ে বা অন্য কোন ভাবে কোন খিদমত করে খোদা তা'লা এবং তাঁর প্রেরিত মহাপুরুষের ওপর কোন অনুগ্রহ করছ। বরং এটি তাঁর অনুগ্রহ যে, তিনি তোমাদেরকে এই সেবার সুযোগ প্রদান করেন। নিশ্চিত জেনো যে, এই কাজ স্বর্গীয়। আর তোমাদের খিদমত নিছক তোমাদের কল্যাণার্থে।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর হাতে বয়আতকারীরা ত্যাগ ও সেবার এই চেতনা ও প্রেরণাকে বুঝেছে এবং খুব ভালোভাবে অনুধাবন করেছে। আর উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে কুরবানীর প্রতি ম নোযোগ নিবদ্ধ করে। যারা বেশ কিছুকাল থেকে আহমদী কেবল তারাই নয় বরং নতুন বয়আতকারীরাও বয়আত করার পর এই আর্থিক কুরবানীর সত্যিকার মর্ম ও বাস্তবতা উপলব্ধি করে। এমনও আছে যারা চরম দারিদ্রের মাঝে দিনাতিপাত করছে, কিন্তু আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে কারো থেকে পিছিয়ে থাকা তারা পছন্দ করে না, আর সেভাবে আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করে যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর যুগে সাহাবীরা করেছিলেন। আর যাদের সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তখন বলেছিলেন যে, আমার জামা'তের ভালোবাসা এবং নিষ্ঠায় আমি আশ্চর্য হই যে, এদের কেউ কেউ খুবই সামান্য আয় উপার্জনশীল, এরপর তিনি উদাহরণ দেন, যেমন মিয়া জামালুদ্দিন, খায়রুদ্দিন এবং ইমামুদ্দিন কাশ্মীরি। তিনি বলেন, এরা আমার গ্রামের পাশেই বসবাস করে। এই তিন ভাই-ই কায়িক শ্রম করে দৈনিক হয়ত তিনি চার আনা-ই উপার্জন করে থাকে, অথচ তারা উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে মাসিক চাঁদা দেয় এবং চাঁদার ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত।

এরপর হুজুর পৃথিবী জুড়ে জামাতের আর্থিক কুরবানীর ঈমান উদ্দীপক ঘটনা শোনান। তিনি বলেন, ঘানার এক বন্ধু হলেন, রিম পঙ্গ সাহেব। তিনি বলেন, কয়েক বছর পূর্বে আমার পড়াশোনার উদ্দেশ্যে পাঁচ হাজার পাউন্ড ফিস দেয়ার ছিল। তখন আমি চাকরিও করছিলাম, কিন্তু আমার বেতন খুব বেশি ছিল না। আমি বারো মাসের বেতন একত্রিত করলেও এত টাকা হতো না। যাহোক ব্যাংক থেকে আমি তিন হাজার পাউন্ড ঋণ পাই আর আমার বেতনের শতকরা ৪০ ভাগ প্রতি মাসে ঋণ পরিশোধ খাতে চলে যেতো। তা সত্ত্বেও আমি পুরো বেতনের ওপর চাঁদা দিতাম। এই চিন্তা করি নি যে, শতকরা ৪০ ভাগ বের হয়ে যায়। তিনি বলেন, একদিন আমি কুমাসি মিশন হাউসে যাই, কুমাসি ঘানার একটি শহর। সার্কিট মিশনারী আমাকে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার কথা স্মরণ করান। তখন আমি আমার পকেটে হাত দিয়ে দেখি সে পরিমাণ টাকা-ই ছিল যার ওয়াদা আমি করেছিলাম। কিন্তু আমি ভাবলাম যে, এই অঙ্ক যদি চাঁদা খাতে পরিশোধ করে দেই তাহলে আমার কাছে বাকি দিনগুলোতে কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য ভাড়াও থাকবে না। তিনি বলেন, যাহোক আমি সেই টাকা তখন চাঁদা খাতে পরিশোধ করে দেই। আমি মিশন হাউস থেকে বাসায় যাওয়ার পথে ফোনে ক্ষুদেবার্তা আসে যে, আমার ব্যাংক একাউন্টে কিছু টাকা জমা হয়েছে, যা আমি চাঁদায় যত টাকা দিয়েছিলাম তার চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি ছিল। যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা বর্ধিত করে ফেরত দেন। তিনি বলেন, আমি ভাবলাম যে, হয়ত ভুলবশত ব্যাংক থেকে এই টাকা এসে গেছে যা তারা পরে ফেরত নিবে, কেননা বেতন তো পূর্বেই আমার একাউন্টে জমা হয়ে গিয়েছিল কিন্তু পরের দিন আমি যখন আমার কর্মস্থলে যাই তখন জানতে পারলাম যে, সরকারের পক্ষ থেকে এই টাকা এসেছে যা বিগত

মাসগুলোর পাওনা ছিল। তখন আমি খোদার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি যে, আল্লাহ্ তা'লা আশঙ্কা সত্ত্বেও চাঁদা আদায়ের মনোবল দিয়েছেন। সেদিন থেকে আমি রীতিমত আমার ওয়াদা এবং চাঁদা পরিশোধ করার প্রতি গভীর মনোযোগ প্রদান করি।

ভারত থেকে ইন্সপেক্টর ইকবাল সাহেব লিখেন, কামোরেডি জামা'তে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা প্রদান করতে বলা হয়। এক যুবক তখনই নিজের পুরো চাঁদা আদায় করে। এরপর সেদিনই তিনি অনেক বড় একটি অঙ্ক পাওয়ার সংবাদ পান যার আট বছরের অধিক কাল থেকে তিনি অপেক্ষায় ছিলেন। বরং এতটা সময় কেটে যায় যে, তিনি সেই টাকা ফেরত পাওয়ার আশাই ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি কেবল সেই টাকাই ফেরত পান নি বরং তার অস্থায়ী চাকরিও স্থায়ী হয়ে যায়। তিনি এতে খুবই আনন্দিত হন এবং বলেন যে, এটি শুধু খোদার পথে খরচ করার কারণে নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বলেন যে, এখন আমি প্রত্যেক বছর ১৫ দিনের আয় ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা খাতে প্রদান করব।

রোমানিয়া পূর্ব ইউরোপে অবস্থিত একটি দেশ। সেখানকার মুবাল্লিগ লিখেন যে, ফাহিম সাহেব এখানকার একজন স্থানীয় আহমদী এবং আলবেনিয়ার বংশোদ্ভুত। তিনি টেইলারিং এর কাজ করেন। চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে তিনি নিয়মিত। হাসিমুখে আন্তরিকতার সাথে চাঁদা দেন। তাকে কখনো চাঁদা প্রদানের কথা স্মরণ করাতে হয় নি। সবসময় সেচ্ছায় সময়মতো চাঁদা প্রদান করেন আর চাঁদা প্রদানে খুব সুন্দর পন্থা অবলম্বন করেন। সবসময় সাদা খামে বা কোন সাদা কাগজে রেখে চাঁদা উপস্থাপন করেন। আর খামের ওপর আর্থিক কুরবানী শব্দ লেখা থাকে। তিনি আমাকে একটি পত্র লিখেছিলেন, মুরব্বী সাহেব সেই পত্রের বরাত টেনেছেন। তিনি সেই পত্রে তার এক অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেন যে, আল্লাহ্‌র কৃপায় আমি চাঁদা দেই। যখন থেকে চাঁদা দেয়া আরম্ভ করেছি, আমার অভিজ্ঞতা হলো খোদার সন্তুষ্টির জন্য চাঁদা দিতেই আমার গ্রাহকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আয়-রোজগারেও খোদা তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। একদিকে আমি আমার পকেট থেকে খোদার পথে খরচের জন্য পয়সা বের করি আর অপরদিকে একই টাকা বর্ধিত করে খোদা তা'লা আমার পকেটে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। চাঁদা দেয়ার পর আমার কাছে কাজ করানোর জন্য বেশি গ্রাহক এসে যায়। অতএব এরাই এমন মানুষ যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা এসব দেশে অর্থাৎ ইউরোপীয় দেশ সমূহে বসবাস করা সত্ত্বেও আর বস্তুবাদিতার মাঝে থাকা সত্ত্বেও আহমদীয়াতের দিকে নিয়ে এসেছেন আর তাদেরকে নিজ কৃপাধন্য করে তাদের ঈমান দৃঢ় করছেন।

ভারত থেকে ইন্সপেক্টর সেলিম সাহেব লিখেন, জয়পুর জামা'তে এক আহমদী বন্ধু ব্যক্তি মালিকানাধীন স্কুলে শিক্ষক ছিলেন। গত বছর তাকে তাহরীকে জাদীদের চাঁদা প্রদানের কথা বলা হয়। তার কাছে অনুরোধ করা হয় যে, আপনার তাহরীকে জাদীদের বাজেট আপনার আয় অনুসারে পাঁচ হাজার হওয়া উচিত। তিনি বলেন, আমি একটি সাধারণ প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষক, আমি এত টাকা কোথা থেকে দেব। যাহোক তাকে বলা হয় যে, খোদা তা'লা সামর্থ্য দিবেন। এ বছর পুনরায় যখন তার সাথে সাক্ষাৎ করতে যাই তখন তিনি একই স্কুলে প্রিন্সিপালের আসনে বসা ছিলেন এবং বলেন যে, চাঁদার কারণে আল্লাহ্ তা'লা এত বরকত দিয়েছেন যে, আমি এই স্কুলটি কিনে নিয়েছি। পুনরায় তাকে বলা হয় যে, আপনার এ বছরের চাঁদা বৃদ্ধি করা উচিত। যেন আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে আরো স্কুল ক্রয় ক রার তৌফিক দেন। তিনি বলেন, আরো একটি স্কুল কেনার কথা বার্তা চলছে। আর এখনই মালিকের ফোন এসেছে যে, আপনি এসে চাবি নিয়ে যান। ইন্সপেক্টর সাহেব লিখেন যে, এখন তার কাছে চারটি স্কুল আ ছে। প্রথমে তার ঘরের ছাউনি ছিল টিনের আর ঘর ছিল ছোট্ট। এখন আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তার তিন তলা বিশিষ্ট ঘর নির্মিত হয়েছে যার এক তলা তিনি জুমুআর নামাযের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন। এই কৃপা শুধু খোদা তা'লার পথে আর্থিক কুরবানীর কল্যাণেই হয়েছে। এই কারণে তার ঈমানও বৃদ্ধি পেয়েছে।

কানাডার লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সদর সাহেবা বলেন, এক মজলিসে সফরকালে এক ভদ্রমহিলা বলেন, তার বারো বছর বয়স্কা মেয়ে স্কুলের পক্ষ থেকে আশি ডলার পুরস্কার হিসেবে পায়। সে এর মাধ্যমে নিজের পছন্দসই কিছু ক্রয় করতে চেয়েছিল, কিন্তু ওয়াকফে জাদীদের সেক্রেটারীর অনুপ্রেরণায় সে পুরস্কারের এই পুরো অঙ্ক চাঁদা খাতে দিয়ে দেয়। তিনি বলেন, খোদা তা'লা তাকে যেভাবে পুরস্কৃ ত করেছেন তা হলো- পরবর্তী দিন আব্দুস সালাম বিজ্ঞান মেলায় সে প্রথম স্থান অধিকার করে আর তিনশত ডলার পুরস্কার পায়। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা সেই মেয়ের ঈমান এবং বিশ্বাসকে দৃঢ় করেন।

হুজুর (আই.) বলেন, আজকাল 'ফোর্টনাইট' নামে একটি নতুন গেম এসেছে। কোন কোন ছেলেমেয়ে এর পেছনে টাকা নষ্ট করে। পিতামাতার উচিত তাদেরকে এটি থেকে বিরত রাখা। আর অঙ্গ সংগঠনগুলোরও, বিশেষত খোদ্দামুল আহমদীয়া আর আতফালুল আহ্‌মদীয়ার দৃষ্টি রাখা উচিত। কেননা এতে এক পদক্ষেপের পর দ্বিতীয় পদক্ষেপে যাওয়ার জন্য কার্ড ক্রয় করে পয়সা নষ্ট করা হয়। সম্প্রতি একটি প্রবন্ধ অর্থাৎ একটি গবেষণাকর্ম প্রকাশিত হয়েছে যে, কিছু এমন চক্র মাথাচাড়া দিয়েছে যারা শিশুদের সাথে যোগাযোগ করে, তাদেরকে প্ররোচিত করে আর কার্ড কিনে দেয়ার অজুহাতে তাদের পিতামাতার ব্যাংক একাউন্টের নাম্বার নিচ্ছে। আর পিতামাতা কিছুদিন পরেই জানতে পারে যে, তাদের একাউন্টে টাকা নেই। এই গেইমের কারণে শিশুদের মাঝে নেশাতুল্য অভ্যাস সৃষ্টি হচ্ছ। এরপর তাদের কেবল সময়ই নষ্ট হচ্ছে না আর ভ্রান্ত চিন্তাধারাই হৃদয়ে দানা বাধছে না বরং কোন কোন পিতামাতারও ক্ষতি হয়েছে। তাই এটি এড়িয়ে চলা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা যে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, আল্লাহ্‌র পথে খরচ কর- এই চেতনা সন্তানসন্ততির মাঝেও সৃষ্টি করা উচিত। বিশেষ করে

ওয়াকফে জাদীদের প্রেক্ষাপটে।

হুজুর বলেন, ভারতের কর্ণাটক প্রদেশের ইন্সপেক্টর সাহেব লিখেন, একটি রিফেশার্স কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে যাতে এই অধম এবং নায়েব নাযেম মাল ওয়াকফে জাদীদ অংশগ্রহণ করে। নায়েব নাযেম মাল সেখানকার স্থানীয় মুয়াল্লিম সাহেবের এই কথা উল্লেখ করে যে, এই বছর কেরালায় প্রবল বৃষ্টিপাত হয়েছে, যার ফলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এর কারণে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা সংগ্রহের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এরপর নায়েব নাযেম মাল মুয়াল্লিম সাহেবের বাসা থেকে যাওয়ার সময় তার সন্তানদের একশত রুপি করে উপহার দেন। তিনি বলেন, কিছুদিন পর আমি পুনরায় এই জামাত সফর করি। মুয়াল্লিম সাহেবের সন্তানরা একশত রুপি করে যে উপহার পেয়েছিল তা ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা খাতে প্রদান করে আর বলে যে, বন্যার কারণে যেহেতু কেরালার পরিস্থিতি ভালো নয় তাই আমাদের পক্ষ থেকে এগুলো চাঁদা খাতে প্রদান করুন। বয়স কম হওয়া সত্ত্বেও তাদের হৃদয়ে চাঁদার গুরুত্ব বেশি ছিল।

অস্ট্রেলিয়ার এক জামা'তের প্রেসিডেন্ট বর্ণনা করেন যে, একজন নিষ্ঠাবান বন্ধু ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা পরিশোধ করে দিয়েছিলেন। পুনরায় ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা আদায়ের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়। উক্ত ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি পুনরায় অনেক বড় একটি অঙ্ক প্রদান করেন। পরবর্তী সন্ধ্যায় তার ফোন আসে। খুবই আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে বলেন যে, আমি ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা দিয়েছিলাম যা এক দিনেই আল্লাহ্ তা'লা ফেরত দিয়েছেন। আমি তিন বছর থেকে একটি ফুড টেইক এওয়ে চালাচ্ছি। আর গত তিন বছরেও কোন দিন এত গ্রাহক আসে নি যতটা এবার চাঁদা দেওয়ার পর একদিনে এসেছে।

হুজুর বলেন, এখন আমি (ওয়াকফে জাদীদের বিগত বছরের) কিছু তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করছি। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে ওয়াকফে জাদীদের ৬১তম বছর, যা ২০১৮ সনের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত হয়েছে, তাতে আহমদীয়া জামা'তের সদস্যগণ ৯১ লক্ষ ৩৪ হাজার পাউন্ড আর্থিক কুরবানী করার সৌভাগ্য লাভ করেছে। এই অঙ্ক গত বছরের চেয়ে ২ লক্ষ ৭১ হাজার পাউন্ড বেশি। পাকিস্তান নিজেদের অবস্থান ধরে রেখেছে, অর্থাৎ প্রথম স্থান। এছাড়া প্রথম দশটি স্থান অধিকারকারী জামা'তগুলোর মাঝে যথাক্রমে প্রথম স্থানে রয়েছে যুক্তরাজ্য, তাহরীকে জাদীদ-এ প্রথম স্থান অধিকার করেছিল জার্মানী। তখন যুক্তরাজ্যের আমীর সাহেব বলেছিলেন যে, তারা ওয়াকফে জাদীদের চাঁদায় (জার্মানীর) উপরে থাকবে। অনেক পার্থক্য বজায় রেখে তারা উপরে রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা জামা'তের সদস্যদের ধন ও জনসম্পদে বরকত দিন। ভবিষ্যতেও তাদের এগিয়ে থাকার সামর্থ্য প্রদান করুন। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে জার্মানী। তারপর রয়েছে আমেরিকা এবং কানাডা। আমেরিকাকে আমি জানিয়ে দিতে চাই যে, তাদের এবং কানাডার মাঝে পার্থক্য অতি অল্পই রয়ে গেছে। তারা যদি চেষ্টাকে বেগবান না করে তাহলে প্রথম নাম্বার থেকে যে তৃতীয় নাম্বারে নেমেছে, এরপর হয়ত এর চেয়েও পিছিয়ে যাবে। চতুর্থ স্থানে রয়েছে কানাডা। তারপর রয়েছে ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া। তারপর রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের একটি জামাত, এরপর ঘানা, আর এরপর রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের আরেকটি জামাত। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এ বছর মোট ১৭ লক্ষ ২৫ হাজার সদস্য ওয়াকফে জাদীদের চাঁদায় অংশগ্রহণ করেছে। আর এ বছর অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১ লক্ষ ২৩ হাজার। অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যারা উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে তাদের মাঝে রয়েছে নাইজার, সিয়েরালিওন, নাইজেরিয়া, ক্যামেরুন, বেনিন, গাম্বিয়া, কঙ্গো কিনশাসা, তানজানিয়া, লাইবেরিয়া এবং সেনেগাল।

আদায়ের দিক থেকে ভারতের দশটি রাজ্য হল কেরারা, জম্মু ও কাশ্মীর, কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা, উড়িষ্যা, পশ্চিম বঙ্গ, পাঞ্জাব, দিল্লী ও উত্তর প্রদেশ। আদায়ের দিক থেকে ভারতের দশটি জামা'ত হল- হায়দ্রাবাদ প্রথম স্থানে, কাদিয়ান দ্বিতীয় স্থানে, এরপর যথাক্রমে- , পাঠাপ্রিয়াম, ক্যালিকাট, কোলকাতা, বেঙ্গালুর, চেন্নাই, কেরোলায়ী, রুশতি নগর এবং দিল্লী।

আল্লাহ্ তা'লা সকল দেশের অংশগ্রহণকারীদের ধন ও জনসম্পদে বরকত দিন এবং ভবিষ্যতেও উন্নত কুরবানী করার তৌফীক দিন।

Khulasa Khutba (Bangla) Huzoor Anwar (atba) 4 January 2019

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B